দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 07 MAR 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম 7

C13

প্রধান শিক্ষকের স্বেচ্ছাচারিতায় একটি হাই স্কুল ধ্বংসের পথে

॥ মোঃ [redacted] রহিম ॥

মাদারটেক বাগানবাড়ী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ১৯৮৪ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত বিদ্যালয়ের কোন ম্যানেজিং কমিটি গঠন না করে বিদ্যালয়ের আয়-ব্যয়ের স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় নিয়ে ৫ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ওদিকে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড তদন্তের পর বিদ্যালয়ের বৃহত্তর স্বার্থে একটি বিশেষ ধরনের কমিটি গঠনের সুপারিশ করলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত প্রায় ১ বছরে এ ব্যাপারে কোন প্রকার সিদ্ধান্ত না দিয়ে বিদ্যালয়টিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে বাগানবাড়ী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে নিয়ম বর্হিভূত উপায়ে নিয়োজিত প্রধান শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ আবদুল মালেকের স্বেচ্ছাচারিতার ফলে বিদ্যালয়টি আজ ধ্বংসের মুখে নিপতিত হয়েছে বলে এলাকাবাসীরা অভিযোগ করেছেন।

শিক্ষক নিয়োগ ও টাকা আত্মসাৎ

পরিদর্শন ও হিসাব নিরিক্ষণ পরিদপ্তরের ১৯৮৭ সালের ২২ এপ্রিলের রিপোর্টে প্রধান শিক্ষক জনাব মালেকের বহু দুর্নীতির তথ্য উৎঘাটিত হয়েছে।

প্রধান শিক্ষক জনাব মালেক অবৈধভাবে কয়েকজন শিক্ষক নিয়োগ দেখিয়ে নিয়ম বর্হিভূতভাবে ২ লাখ ৪ হাজার ৯শ' ৮২ সরকারী টাকা উত্তোলন করেছেন।

একাট হাই স্কুল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এ ছাড়া ১৯৮৪ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৮৬ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ভুয়া শিক্ষক আজহারুল ইসলাম ও রফিকুল ইসলামের নামে সরকারী কোড নং ১৬৭৫০২ এবং ১৬৭৬০৭ অনুযায়ী ৪০ হাজার টাকা তুলেছেন।

এ ছাড়া ১৯৮৪ সালের জুন থেকে '৮৪ ডিসেম্বরের মধ্যে বিদ্যালয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত দেখিয়ে জনাব মোহাম্মদ আবদুর রশিদ, আবু খালেক, আবু রেজাকুল আহাম্মদ, মিসেস প্রণতি রাণী দত্ত ও মোহাম্মদ মুসলিম উদ্দিনের নামে ৮ হাজার ৯শ' ৩২ টাকা তুলে তা আত্মসাৎ করেছেন।

ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মহিউদ্দিন আহাম্মদের তদন্ত রিপোর্ট স্মারক নং ৩১০ (সং) শিক্ষা তাং ১১-১২-৮৫ অনুযায়ী প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের মহিলা দপ্তরী মিসেস সুরাইয়া বেগমকে অন্যায়ভাবে, বহিষ্কার করে তার নামে প্রাপ্ত ৪ কিস্তির সরকারী অনুদানের টাকা আত্মসাৎ করেন। পরবর্তিতে বিভিন্ন চাপের মুখে উক্ত মহিলা দপ্তরীকে ২ কিস্তির টাকা ফেরত দিয়েছেন। কিন্তু তাকে আজও কাজে যোগদান করতে দেননি।

প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অতিরিক্ত ৭/৮ জন শিক্ষককে দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োজিত করে বহু টাকা ব্যয় দেখিয়েছেন বলে জানায় যায়। দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োজিত কোন কোন শিক্ষকের সাথে প্রধান শিক্ষকের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

অভিযোগে প্রকাশ, প্রধান শিক্ষক জনাব মালেক নিজ স্বার্থসিদ্দির জন্য ১৯৮৬ সালের পর থেকে বিদ্যালয়ে কোন ম্যানেজিং কমিটি গঠন করেননি। ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড থেকে এ সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও তিনি পর পর তিনবার নির্বাচন স্থগিত করেছেন। প্রিজাইডিং অফিসার জনাব নাজমুল হাই-এর রিপোর্টে (স্মারক নং১৪৭/শিক্ষা/তাং২১-৬-৮৬) তা উল্লেখ করা হয়েছে।

বিদ্যালয় প্রধান জনাব মালেকের কোন বৈধ নিয়োগপত্র না থাকা সত্ত্বেও বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই বেআইনীভাবে নিজ মর্জী-মাফিক বিদ্যালয় তহবিল থেকে অন্যায়ভাবে প্রতি মাসে বেতনবাবদ ৩ হাজার ২শ টাকা এবং বাড়ী ভাড়াবাবদ মাসিক ১ হাজার টাকা গ্রহণ করছেন বলে বিদ্যালয়ের শুভাকাংখীরা অভিযোগ করেছেন।

নিয়োগপত্র বিহীন এই প্রধান শিক্ষক অবৈধভাবে প্রতি বছর বহু সরকারী অনুদানের টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে জানা যায়। হিসাব নিরিক্ষণ পরিদপ্তরের তদন্ত রিপোর্টে প্রধান শিক্ষককে অবৈধভাবে নেয়া সরকারী অনুদানের ৩৬ হাজার ৬শ' ৭০ টাকা ফেরত দিতে বলা হয়েছে।

তিনি বিদ্যালয়ের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে আজোবধি বিদ্যালয়ের জন্য কোন পাকা হিসাবের খাতা, বেতন বিলি বই, শিক্ষক-কর্মচারীদের হাজিরা খাতা, ব্যাংক বিবরণী বই তৈরী করেননি। তিনি বিদ্যালয়ের হিসাবের কোন অডিটও করানোর ব্যবস্থা পর্যন্ত করেননি।

এলাকাবাসিদের মতে, প্রধান শিক্ষক দুর্নীতির মাধ্যমে ১৯৮৪ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ৪ লাখ টাকারও বেশী বিদ্যালয় তহবিল থেকে আত্মসাৎ করেছেন।

অভিভাবকদের আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং একজন মন্ত্রীর নির্দেশে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক তদন্ত রিপোর্টসহ বিদ্যালয়ের বিশেষ স্বার্থে একটি বিশেষ ধরনের কমিটি গঠনের সুপারিশ করলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত প্রায় ১ বছরেও এ ব্যাপারে কোন প্রকার সিদ্ধান্ত প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন।

এদিকে পরিদর্শন ও হিসাব নিরিক্ষণ পরিদপ্তরের তদন্ত রিপোর্টে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিসহ ফৌজদারী দণ্ডবিধি অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছে।

দুর্নীতি দমন বিভাগে ১৯৮৫ ও '৮৬ সালে পর পর দু'বার অভিযোগ করলে এ ব্যাপারে একটি ফাইল ওপেন করে তদন্ত চালানো হলেও অজানা কারণে সে ফাইলটি লাল ফিতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে।